بسم الله الرحمن الرحيم

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৯৩তম নববর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং গত বছরে তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানী সম্পর্কিত কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরানের ৯৩নং আয়াত পাঠ করেন, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ অর্থাৎ, **তোমরা যা কিছু ভালোবাসো তা থেকে যতক্ষণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে, তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।** একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত তালহা (রা.) তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'বায়রুহা' বাগানটি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন এবং বলেন, এটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ; আমি এটিকে কুরবানী করে দিচ্ছি।** সাহাবী (রা.)-দের জীবনে এমন অসামান্য আর্থিক কুরবানীর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ সাহাবীগণ আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। পরবর্তীতে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের সময় তাঁর সাহাবীরাও অভাবনীয় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কেননা তিনি (আ.) সাহাবীদেরকে কুরবানী বা ত্যাগের প্রকৃত দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে লেখেন, **পুণ্যের দ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ; কেবল উদ্‌বৃত্ত ও অপ্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যয় করে কেউ এই দ্বারে প্রবেশ করতে পারে না। বরং মানুষ কেবল তার প্রিয় বস্তু খোদা তা'লার পথে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই এই সংকীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সাহাবীগণ (রা.) হঠাৎ করেই খোদা তা'লার সন্তুষ্টির এই সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছান নি; বরং খোদা তা'লার খাতিরে তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ এবং কঠিন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাই তাঁদেরকে এই মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এই ক্ষণস্থায়ী কষ্টের পরেই একজন মুমিন চিরন্তন ও পরম প্রশান্তি লাভ করে।**

হুযূর (আই.) বলেন, এটিই ছিল সেই দর্শন যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা তিনি তাঁর সাহাবীদের হৃদয়ে অঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে এমন সাহাবীও ছিলেন যাদের গায়ে পরিহিত বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবুও তাঁরা খোদা তা'লার পথে সর্বাত্মক কুরবানী করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা প্রমাণ করেছেন, তাঁদের ভালোবাসা জাগতিক সম্পদের প্রতি নয়, বরং খোদা তা'লার মনোনীত ধর্মের প্রতি। প্রায়শ দেখা যায়, আর্থিক কুরবানীতে যাঁরা সর্বাগ্রে থাকেন, তারা জাগতিক দৃষ্টিতে খুব একটা বিত্তবান নন। পক্ষান্তরে, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়শ নিজেদের ধন-সম্পদের হিসাব-নিকাশ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। অথচ সাধারণ আর্থিক অবলম্বন বা মধ্যবিত্ত মানুষগুলো খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মৌলিক চাহিদাকে নির্দ্বিধায় জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। পার্থিব চিন্তাধারার মানুষের পক্ষে এসব বিষয় অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে, কীভাবে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, যাঁরা যুগ ইমাম ও খলীফাতুল মসীহ্‌কে কোনোদিন সরাসরি দেখেনও নি, কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর

শুনেছেন, তাঁরাই আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন! এরাই মূলত সেই পুণ্যাত্মা যারা প্রকৃত তাকওয়া অর্জনে পরম আগ্রহী।

এরপর হুযূর (আই.) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন। যেমন, **আর্জেন্টিনার এক নবাগত আহমদী ভাই** অনেকদিন ধরেই আর্থিক সংকটে ছিলেন। সীমিত পেনশনের ওপর কোনোমতে দিনাতিপাত করছিলেন। চিকিৎসা ও ওষুধের জন্য প্রায়শ তার হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকতো না। দোয়া চেয়ে চিঠি প্রেরণ করা হলে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করেন। স্থানীয় মুবাল্লিগ সাহেব তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তার কাছে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা চাইতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তাই তিনি তাকে কেবল এটুকু বলেন যে, তিনি যদি চান, তাহলে কল্যাণ লাভের খাতিরে এ খাতে অতি সামান্য কিছু চাঁদা দিয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন। কয়েক দিন পর সেই ভাই মুবাল্লিগ সাহেবকে ফোন করে বলেন, জামা'তের একাউন্টে তিনি কিছু চাঁদা পাঠিয়েছেন। মুবাল্লিগ সাহেব দেখেন, তিনি ২৫ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই অঙ্কটি ছোটো মনে হলেও, তার আর্থিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি ছিল এক বিশাল অংকের কুরবানী। তিনি তার পরিবারের একমাত্র আহমদী সদস্য এবং পরিবার থেকে আহমদীয়াত ত্যাগের জন্য প্রচণ্ড চাপ ও তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। তা-সত্ত্বেও তিনি নিজের ঈমানে সুদৃঢ় রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দিন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) **সুইডেনের এক ভাইয়ের** কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি নিয়্যত করেছিলেন, তার এক মাসের পুরো বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে কিস্তিতে প্রদান করবেন। এরপর তিনি খোদা তা'লার দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে শুরু করেন যেন তার বেতন বৃদ্ধি পায়, যাতে তিনি চাঁদার পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে পারেন। এমনকি এই সংকল্প পূরণের তৌফিক লাভের জন্য তিনি দৈনিক দুই রাকাত নফল নামায পড়তে শুরু করেন। একপর্যায়ে এই ওয়াদা পূরণ করা তার জন্য অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি তার কোম্পানি থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে শেয়ারের ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ লাভ করেন, যা তাকে তার সংকল্প পূর্ণ করতে সাহায্য করে। এই আর্থিক কুরবানীর আরেকটি বরকত হলো, অন্যান্যদের ন্যায় চাকরিচ্যুত হওয়ার আগে তিনি মাত্র এক মাসের নোটিশ পেয়েছিলেন। অন্যান্য সহকর্মীরা যখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিলেন, তখন সেই এক মাস পার হওয়ার আগেই খোদা তা'লা তাকে নতুন ও উৎকৃষ্ট এক চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, যেখানে বেতনও বেশি। সেই ভাই এটি উপলব্ধি করেন যে, এটি তার আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে।

এছাড়া অগণিত আহমদী চিঠি লিখে জানিয়েছেন, আর্থিক কুরবানী করার পর তারা কীভাবে অলৌকিকভাবে নিজেদের কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখেছেন, কঠিন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে এবং বিপদাপদ কেটে যাচ্ছে। এমনকি সন্তান-সন্ততির উত্তম তরবীয়ত এবং সংশোধনের জটিল বিষয়গুলোও ইতিবাচকভাবে সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

কানাডার এক লাজনা বোন জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আম্মাজান (রা.)-র দৃষ্টান্ত শুনেছিলেন যে, তিনি বছরের শুরুতেই নিজের ওয়াদা নির্ধারণ করে তা সঙ্গে সঙ্গে

পরিশোধ করে দিতেন। সেই বোনও এই সুন্নত অনুসরণের নিয়্যত করেন এবং বছরের শুরুতে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দ্বিগুণ করে তার দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং পরিশোধ করে দেন।। এর ফলে তিনি অগণিত বরকত প্রত্যক্ষ করেন। যে বাড়িটি তারা দীর্ঘ দুই বছর ধরে বিক্রি করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন, তা উত্তম মূল্যে বিক্রি হয়ে যায় এবং তারা একটি নতুন বাড়ি ক্রয় করতে সক্ষম হন। তিনি জানান, এই কুরবানীর কল্যাণে তাদের আটকে থাকা আরও অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়।

জার্মানির এক ভাইকে ট্যাক্স অফিস থেকে চিঠি মারফত জানানো হয়েছিল, তাদের পঞ্চাশ হাজার ইউরো ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা নিয়মিত আর্থিক কুরবানী প্রদান অব্যাহত রাখেন এবং একই সাথে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে দোয়ার আবেদন জানান। কিছুদিন পর তারা ট্যাক্স অফিস থেকে আরেকটি চিঠি পান যেখানে বলা হয়, পুনঃনিরীক্ষার পর দেখা গেছে, ট্যাক্স অফিস ভুলবশত তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ইউরো অতিরিক্ত নিয়ে ফেলেছিল! যেহেতু তারা সত্য গোপন করার চেষ্টা করেন নি, তাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের বকেয়া প্রাথমিক হিসাবের চেয়ে অনেক কম ছিল। এরপর তাদেরকে সেই পাঁচ হাজার ইউরো ফেরত দেওয়া হয়। এই অর্থ ফেরত পাওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু খোদা তা'লার কৃপায় আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই এই সমস্যার সমাধান হয়েছে, তাই সেই ফেরত পাওয়া পুরো অর্থই তারা চাঁদা দিয়ে দেন।

এছাড়া আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি যেসব দুর্গম স্থানে এখন সন্ত্রাসীদের কারণে সরকারের পক্ষ থেকে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখান থেকেও আহমদীরা তাহরীকে জাদীদ খাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা প্রদান করেছেন এবং তারা হতদরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন এবং অভাবনীয়ভাবে আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

অতঃপর হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদের ৯৩তম নববর্ষের ঘোষণা করেন এবং গত বছরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করে বলেন, **বিগত বছরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাহরীকে জাদীদ খাতে ২.২৮ মিলিয়ন তথা** ২ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার **ব্রিটিশ পাউন্ড কুরবানী পেশ করেছে, যা গত বছরের চেয়ে ৭ লক্ষ ২৭ হাজার পাউন্ড বেশি। তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী বা চাঁদাদাতার সংখ্যাও প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৬,৬১৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে চাঁদা প্রদানের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশ হলো যথাক্রমে, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ।**

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) বলেন, আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে যেখান থেকে এখনো চাঁদা দাতাদের রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি; তা সত্ত্বেও অনেক ভালো বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি এমন যে যোগাযোগও করা সম্ভব হয় না, তবুও তারা অনেক কষ্ট করে চাঁদা পৌঁছিয়েছেন। তাহরীকে জাদীদ খাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর তালিকায় রিপোর্ট অনুযায়ী গিনি-বিসাউ প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, কঙ্গো-কিনশাসা, নাইজার, তানজানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো-ব্রাজাভিল এবং ক্যামেরুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদ খাতের চাঁদা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে খরচ হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নত ও ধনাঢ্য দেশগুলোর অনুদান বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকাতে নির্মিত মসজিদ ও মিশন হাউসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার এর অন্তর্ভুক্ত, যার সংখ্যা বর্তমানে ৭,৬০১টি। বিগত বছরে সেখানে ১২৩টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ২,৪০০টি মিশন হাউস রয়েছে, যার মধ্যে ১০৩টি নতুন নির্মিত। এসব মসজিদ ও ভবনের যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় অনুদানের মাধ্যমে বহন করা হয়। এছাড়া আফ্রিকায় ৪৮৯ জন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এবং ২,২৭৪ জন স্থানীয় মুবাল্লিগ কর্মরত রয়েছেন; তাদের জীবনধারণের ব্যয় ও ভাতা কেন্দ্র থেকেই দেওয়া হয়। 'নুসরত জাহাঁ স্কীম'-এর অধীনে আফ্রিকার ১৩টি দেশে ৬২০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, যার সিংহভাগ ব্যয় কেন্দ্র থেকে বহন করা হয়। একইভাবে ১৪টি আফ্রিকান দেশে ৪১টি ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে যার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে মেটানো হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং সেখানকার ডাক্তারদের সম্মানী ও খরচ জামা'ত বহন করে থাকে। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। তাহরীকে জাদীদের তহবিলের প্রধান অংশ এসব কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় হয়। আল্লাহ্ তা'লা এই আর্থিক কুরবানী প্রদানকারী প্রত্যেকের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন এবং সকল আর্থিক কুরবানীকারীকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)